প্রথম আলো

তারিখ 22 AUG 2013
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য দিন-রাত অবরুদ্ধ

ইফতেখার মাহমুদ ও এস এম রাসেল রাব্বী ●

- গত বছরের ২৫ জুলাই উপাচার্যের দায়িত্ব নেন অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন
- এ পর্যন্ত তিনবার তাঁর পদত্যাগের দাবি উঠল
- সাম্প্রতিক সময়ে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে যেকোনো আন্দোলন শেষ পর্যন্ত উপাচার্যের পদত্যাগের দাবিতে গিয়ে ঠেকে

পদত্যাগের দাবিতে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে অবরুদ্ধ করে রেখেছেন আন্দোলনকারী শিক্ষকেরা। পদত্যাগ না করা পর্যন্ত তাঁকে অবরুদ্ধ করে রাখা হবে বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের একটি অংশ সাধারণ শিক্ষক ফোরামের ব্যানারে উপাচার্য আনোয়ার হোসেনের পদত্যাগের দাবিতে গতকাল বুধবার দুপুর ১২টা থেকে প্রশাসনিক ভবন অবরোধ শুরু করে। উপাচার্যের বাসভবনসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ, শিক্ষকদের ওপর হামলা ও লাঞ্ছনার বিচার না হওয়াসহ মোট ১২ দফা দাবিতে তারা এ আন্দোলন করছে।

গত রাত দেড়টায় এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত উপাচার্য আনোয়ার হোসেন তাঁর কার্যালয়ে প্রশাসনিক দায়িত্বে থাকা অন্য শিক্ষকদের নিয়ে অবরুদ্ধ ছিলেন। আর আন্দোলনকারী শিক্ষকদের মধ্যে প্রায় ৪০ জন প্রশাসনিক ভবনের দোতলায় উপাচার্যের কার্যালয়ের সামনে অবস্থান করছিলেন। দুইকে তাঁরা অন্য শিক্ষকদের আন্দোলনে যোগ দেওয়াসহ বিভিন্ন দাবিদাওয়া ঘোষণা করছিলেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সাধারণ শিক্ষক ফোরামের পূর্বঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী ধর্মঘট পালনের জন্য গতকাল সকাল থেকে প্রশাসনিক ভবনের সামনে জড়ো হতে থাকেন আন্দোলনকারী শিক্ষকেরা। বেলা ১১টার দিকে উপাচার্য আনোয়ার হোসেন, দুই সহ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষ প্রশাসনিক ভবনে প্রবেশ করেন। কিছুক্ষণ পর দুই সহ-উপাচার্য আন্দোলনকারী শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলার জন্য বের হয়ে আসেন। ধর্মঘট চলাকালে প্রশাসনিক ভবনে প্রবেশ করা নিয়ে দুই সহ-উপাচার্যের সঙ্গে আন্দোলনকারী শিক্ষক নেতাদের বাগ্‌বিতণ্ডা হয়। এর কিছুক্ষণ পরই শিক্ষকেরা উপাচার্যের অফিসকক্ষের দুটি দরজার সামনে অবস্থান নেন। বেলা দুইটার দিকে দুই সহ-উপাচার্য আন্দোলনকারী শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলে উপাচার্যকে বের করে আনার চেষ্টা করেন। কিন্তু শিক্ষকদের আপত্তির মুখে তাঁরা ব্যর্থ হন।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলনকারী শিক্ষকেরা গতকাল প্রশাসনিক ভবনের সামনে উপাচার্যের পদত্যাগের দাবিতে অবস্থান নেন ● ছবি : প্রথম আলো

এর আগে বিকেল সাড়ে চারটার দিকে শিক্ষক ফোরামের আহ্বায়ক অধ্যাপক মুহম্মদ হানিফ আলী সাংবাদিকদের বলেন, উপাচার্য পদত্যাগ না করা পর্যন্ত তাঁরা তাঁকে অবরুদ্ধ করে রাখা হবে।

অবরুদ্ধ অবস্থায় বিকেল পাঁচটার দিকে উপাচার্য তাঁর কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি বলেন, হাইকোর্টের নির্দেশ এবং ৭৩-এর অধ্যাদেশের চাকরিবিধি অমান্য করে শিক্ষকেরা আমাকে অবরোধ করে রেখেছেন। সম্পূর্ণ বেআইনি ও অযৌক্তিক অভিযোগ এনে আমার পদত্যাগ দাবি করছেন কিছু শিক্ষক। তিনি রাষ্ট্রপতির হস্তক্ষেপ কামনা করেন।

বর্তমানে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে একমাত্র নির্বাচিত উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর এ পর্যন্ত মোট তিনবার আনোয়ার হোসেনের পদত্যাগের দাবি উঠল। পদত্যাগ করবেন কি না, জানতে চাইলে উপাচার্য আনোয়ার হোসেন *প্রথম আলোকে* বলেন, পদত্যাগ কোনো সমাধান নয়। তা ছাড়া নির্বাচিত উপাচার্য হিসেবে এভাবে পদত্যাগ করে চলে যেতে পারি না। আজ (গতকাল বুধবার) বেলা তিনটায় সমস্যা নিরসনে বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য ও রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদের সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল। কিন্তু শিক্ষকদের অবরোধের কারণে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করতে পারিনি।

ধর্মঘটের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ বিভাগে গতকাল ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়নি। ভোর পাঁচটা থেকে বেলা দুইটা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের যানবাহন চলাচল বন্ধ ছিল।

এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৪

জাহাঙ্গীরনগর

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রশাসনিক ভবনের পাশাপাশি পরিবহন অফিস এবং এস্টেট অফিসের কার্যক্রমও বন্ধ ছিল।

গণমাধ্যমে ছাত্র ও শিক্ষকদের সম্পর্কে 'অনাকাঙ্ক্ষিত' বক্তব্য প্রদান, গত বছরের ১ ও ২ আগস্ট সন্ত্রাসী হামলা এবং ১২ ফেব্রুয়ারি একজন ছাত্রের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে সংঘটিত ভাঙচুরের বিচার না হওয়াসহ ১২টি অভিযোগে উপাচার্যের পদত্যাগের দাবি করে শিক্ষক সমিতি। দাবি বাস্তবায়নে গত ২০ জুন থেকে প্রশাসনিক ভবন অবরোধ শুরু করেন তাঁরা। প্রশাসনিক ভবন অবরোধের কারণে সৃষ্ট অচলাবস্থার সমাধান চেয়ে ৭ জুলাই হাইকোর্টে রিট করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের চারজন শিক্ষকসহ একজন শিক্ষার্থী। ২৪ জুলাই হাইকোর্ট প্রশাসনিক ভবন সচল করার নির্দেশ দিয়ে চার সপ্তাহের মধ্যে কারণ দর্শানোর জন্য রুল জারি করেন। এর পর থেকে সাধারণ শিক্ষক ফোরামের ব্যানারে আন্দোলন অব্যাহত রয়েছে।

পুলিশ মোতায়েন : বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাবিত গেটে সকাল থেকে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক দায়িত্বে থাকা নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন শিক্ষক জানান, 'উচ্চ আদালতের রায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কার্যক্রমে বাধা না দেওয়ার জন্য নির্দেশ রয়েছে। কিন্তু তা অমান্য করে শিক্ষকদের একটি অংশ উপাচার্যের কার্যালয়সহ প্রশাসনিক ভবন অবরোধ করে রেখেছে। ওই শিক্ষককে *প্রথম আলোকে* বলেন, সরকারি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বাধা দেবে না।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে সহকারী পুলিশ সুপার (আওলিয়া, ধামরাই সার্কেল) শেখ রাসেল *প্রথম আলোকে* বলেন, বিশেষ কোনো কারণে পুলিশ মোতায়েন করা হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় নিরাপত্তার অংশ হিসেবে সেখানে পুলিশ দায়িত্ব পালন করছে।